তারিখ 13 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

২৯ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

● সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য ২৫ হাজার
● কার্যকর উদ্যোগ নেই মন্ত্রণালয়ের

রাকিব উদ্দিন

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলেও সারাদেশের প্রায় ১৭ হাজার ৫০০ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় প্রধান শিক্ষকের অনুমোদিত পদ ৬০ হাজার ৪৬টি। সেই হিসেবে প্রায় ২৯ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এদিকে দেশব্যাপী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের প্রায় ২৫ হাজার পদও শূন্য রয়েছে। ফলে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তেমন কার্যকর কোন উদ্যোগ নেই। শিক্ষক নিয়োগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তারাও উদাসীনতা দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক না থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান হচ্ছে দায়সারা গোছের। গড়ে প্রতি চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়া। এতে বিপর্যস্ত সারাদেশের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম।

দেশে প্রায় ৬৩ হাজার ছয়শ' সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ হাজার ৮৩৩ বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক বা প্রধান শিক্ষক না থাকায় সাধারণ শিক্ষকরাও নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী স্কুলে আসছেন, যাচ্ছেন। তবে শিক্ষক স্বল্পতা কমাতে চলতি মাসেই পুল ও প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের (প্রায় ১৭ হাজার) নিয়োগ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে ৮ মার্চ জাতীয় সংসদে জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জে মোট ৫৪১টি সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

শিক্ষক : নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক নেই ১৬৩টিতে, যার সবকটিই জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্কুলে ১৮২টি সহকারী শিক্ষকের পদও শূন্য আছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষাবঞ্চিত হচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১০২টি। এর মধ্যে ৩৭টি বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। এসব বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে ৪৮টি। এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদান। উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার বিদ্যালয়ে যাতায়াত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকরা ঠিকমতো উপস্থিত হচ্ছেন না।

এছাড়াও খুলনা বিভাগে প্রায় দেড় হাজার ও চট্টগ্রাম বিভাগে প্রায় পাঁচ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ঝিনাইদহেও প্রায় দুইশ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। এভাবে প্রায় সব জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, জাতীয়করণসহ দেশে মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৩ হাজার ৬০১টি। এসব স্কুলে প্রধান শিক্ষকের ৬০ হাজার ৪৬টি অনুমোদিত পদের মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার ৫০০টি পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া সহকারী শিক্ষকের দুই লাখ ২৭ হাজার ২৯৬টি পদের মধ্যে ২৫ হাজার ২৯৫টি পদ শূন্য।

এদিকে সরকারি-বেসরকারি মিলে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৮২' হাজার ৮৬৪টি। মোট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৭ হাজার ৬৭২টি, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৩৪টি, নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৫ হাজার ২৪০টি ও পরীক্ষণ বিদ্যালয় ৫৫টি।

প্রায় ৮৩ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন তিন লাখ ২২ হাজার ৭৬৬ জন। এসব বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী আছে দুই কোটি ১৯ লাখ ৩২ হাজার জন। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন ৩৪ হাজার ৮৯৫ জন।

শিক্ষক স্বল্পতার ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, পুল ও প্যানেলভুক্ত শিক্ষকরা এ মাসেই নিয়োগ পাচ্ছেন। এ নিয়োগ হলে প্রায় ১৭ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পাবেন। এতে সংকট কিছুটা হলেও মিটবে।

তিনি জানান, পুল-প্যানেলের অবশিষ্ট প্রার্থীদের ৩০ মার্চের মধ্যে নিয়োগ দিতে ইতোমধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের (ডিপিইও) নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্যানেলভুক্ত অবশিষ্ট সাত হাজার ২১৮ জন এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুলভুক্ত ১০ হাজার ২৫৫ জনকে নিয়োগের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

প্রায় পাঁচ বছর আগে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য শিক্ষকদের পুল ও প্যানেল তৈরি করেছিল গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হলে ওই সব শিক্ষকের নিয়োগ ঝুলে যায়। একপর্যায়ে আদালতের নির্দেশে তাদের নিয়োগ দেয়ার কার্যক্রম শুরু করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২ হাজার ৯৮১টি, স্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত ৩৮৮টি, অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত ৩৬১টি, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত ৭২০টি, এমপিও-বহির্ভূত কমিউনিটি ৬৫৩টি, এমপিও-বহির্ভূত এনজিও বিদ্যালয় ১৩০টি, পাঠদানের অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত ১৫১টি এবং পাঠদানের অনুমতির অপেক্ষায় থাকা ৮০৯টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হচ্ছে।

জাতীয়করণের সময় ওইসব বিদ্যালয়ে এক লাখ তিন হাজার ১৯২ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। গত তিন বছরে এসব বিদ্যালয় থেকে কিছু শিক্ষক অবসরেও গেছেন। কিন্তু জাতীয়করণের পর এসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। এর মধ্যে শিক্ষক স্বল্পতাও আছে।